بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার দাবি করে তার মুসলমান হওয়ার এ দাবির সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পাবে যদি সে ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ় হয় আর ইসলামের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে। ঈমান হলো, সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সমর্পণ করা এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলা। আর ইসলাম হলো, খোদার নির্দেশাবলীর ওপর দৃষ্টি রেখে নিজেকে সকল অনিষ্ট থেকে দূরে রাখা আর অন্যদের জন্যও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও বিধান করা।

অতএব এহলো ঈমান এবং ইসলামের সারকথা। যদি মুসলিম বিশ্ব এ বিষয়টি বুঝতে পারে তাহলে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রসারের ও প্রতিষ্ঠার এমন দৃষ্টান্ত সামনে আসবে যা পৃথিবীকে জান্নাত প্রতীম করে তুলতে পারে।

বর্তমান যুগে এই প্রকৃত ঈমান হৃদয়ে স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা এবং সত্যিকার ইসলামের চিত্র তুলে ধরার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি আরোপিত হওয়া বা তাঁর জামাতভুক্ত হওয়ার পর আমাদের দায়িত্ব হলো, সত্যিকার ঈমান প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের প্রকৃত নমুনা বা আদর্শ হয়ে এই কাজে তাঁর সাহায্যকারী হওয়া, পৃথিবীকে ঈমানের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অবহিত করা আর শান্তির প্রচারকারী হওয়া। খোদা তা'লার অপার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত স্বীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বত্র এ কাজই করছে নিরবধি কিন্তু নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালণের জন্য ব্যক্তিগতভাবেও একজন আহমদীর দায়িত্ব হলো, ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। আজকাল মুসলমান বিশ্বে দুর্ভাগ্যবশতঃ যে নৈরাজ্য বিরাজমান তা ইসলামের নামকে দুর্নাম করে রেখেছে। হায়! মুসলমান দেশগুলো যদি বুঝতো যে, তাদের ব্যক্তি-স্বার্থ ইসলামের ওপর কতটা আঘাত হেনেছে। আর কট্টরপন্থী সংগঠন ও দলগুলো ব্যাঙ্গেরছাতার মতো মাথাচাড়া দেয়ার কারণ হলো, সকল স্তরে এবং সকল পর্যায়ে স্বার্থপরতা বিরাজ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। তারা নিজেরাও শান্তিতে নেই আর অন্যদেরকেও শান্তির বাণী পৌঁছাচ্ছে না বা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। শাসক শ্রেণী প্রজাদের প্রতি সুবিচার করছে না আর প্রজারাও শাসকদের প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় উভয়ের ভারসাম্যহীনতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন,

“যতক্ষণ পর্যন্ত এই উভয় পক্ষ অর্থাৎ শাসক ও প্রজাদের দায়িত্ব পালনে ভারসাম্য বজায় থাকে ততদিন দেশে শান্তি থাকে আর যখনই প্রজাদের বা বাদশাহ্র পক্ষ থেকে কোন ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় তখনই দেশ থেকে শান্তি উঠে যায়।”

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল অধিকাংশ মুসলমান দেশে এসব কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া ইসলামের শত্রু শক্তিগুলোও এই সুযোগকে লুফে নিচ্ছে। একদিকে উভয় পক্ষকে বিবাদে লিপ্ত হতে সাহায্য করা হয় আর অপরদিকে কট্টরপন্থী দলগুলোর অপকর্মকে প্রচার করে, প্রচার ও সংবাদ মাধ্যম ব্যাপকভাবে কভারেজ দেয় আর ইসলামকে বদনাম করে। আমি প্রচার মাধ্যমে দেয়া কয়েকটি সাক্ষাৎকারে অন্যান্য কথার মাঝে তাদেরকে এটিও বলেছিলাম, ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো এবং ইসলামকে কট্টরপন্থী ও সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তোমাদেরও হাত রয়েছে যারা প্রচার মাধ্যমের ধারক-বাহক ।প্রচার মাধ্যম সুবিচার করে না। ধর্মের বাতাবরণে মুসলমান হওয়ার দাবিদার কোন শ্রেণী বা কোন দেশের শাসকের রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে ধর্মের নাম দিয়ে তোমরা ইসলামকে দুর্নাম কর আর এর এতবেশি ঢোল পিটাও যে, তোমরা ইসলাম সম্পর্কে জগদ্বাসীর ধ্যান-ধারণাই পাল্টে দিয়েছ বা যারা ইসলামকে জানে না তাদের মন-মস্তিষ্কে ইসলামের এমন এক চিত্র এবং তাদের হৃদয়ে এমন এক জুজুর ভয় সৃষ্টি করেছ যে, ইসলামের নাম শুনতেই তাদের চেহারা পাল্টে যায়। আর যেখানে তোমাদের জাতিগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে সেখানে তোমরা খবরই প্রকাশ কর না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আয়ারল্যান্ডে যখন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষ থেকে সহিংস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তখন প্রচার মাধ্যম সংবাদ প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নেয় বা সংবাদ প্রচার না করতে তাদের বাধ্য করা হয়। এরফলে স্থানীয়ভাবে কিছুটা হৈ-চৈ হলেও সরকার সেটিকে ধামাচাপা দিয়েছে। এটি সত্য কথা যে, মুসলমান দেশ সমূহে বিরোধীদের আচার-আচরণ হয়তো বেশি উগ্র। মুসলমান দেশ সমূহে যেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী বা কট্টরপন্থী রয়েছে তাদের কার্যক্রম হয়তো এর চেয়ে বেশি সহিংস বা বেশি কট্টর হয়ে থাকবে কিন্তু অবিরত এমন কাজ করার পেছনে তাদের শক্তির উৎস কোথায়? তাদেরকে অস্ত্রভান্ডার রূপে যে ইন্ধন সরবরাহ করা হচ্ছে তা বাহির থেকেই সরবরাহ করা হয়। আমি তাদেরকে এ কথাও বলেছি, পরিস্থিতির কারণে বিরক্ত এবং ব্যাকুল মানুষ যখন উগ্র দলগুলোতে যোগ দেয় তখন তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, এত মানুষ এখান থেকে চলে গেছে আর এত মানুষ সেখান থেকে চলে গেছে আর কোন না কোন ভাবে ইসলামকে আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। যারফলে আরো বেশি অশান্তি ছড়ায় এবং প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অপরদিকে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ মুসলমান যখন শান্তির কথা বলে তার উল্লেখ প্রচার মাধ্যম করে না বা তারা ততটা মনোযোগ পায় না যতটা নেতিবাচক আচার-আচরণ প্রদর্শনকারীদের প্রতি কর্ণপাত করা হয়। প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার এই ইসলামী শিক্ষার সবচেয়ে বেশি প্রচার ও প্রসার করে থাকে আহমদীয়া জামাত আর সারা বিশ্বে সুগভীর একাগ্রতার সাথে তারা একাজে নিয়োজিত

রয়েছে যারফলে শান্তির প্রসার এবং শান্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে শান্তির পতাকাতলে লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রতিবছর জামাতভুক্ত হচ্ছে। তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করলেও তোমরা ততটা কর্ণপাত কর না বরং আদৌ কর্ণপাত কর না। কোথাও তা উল্লেখ করা হয় না। পৃথিবীর মানুষের সামনে কতক মুসলমান বা কিছু মুসলমান গোষ্ঠীর ভ্রান্ত এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই তুলে ধরা হয় যারফলে পৃথিবীর অমুসলিম জনবসতি মনে করে, ইসলামের শুধু একটিই উদ্দেশ্য আর একটিই লক্ষ্য এবং একটিই গতিপথ আর তা হলো, উগ্রতা, কট্টরপন্থা ও অবিচার; আর এটিই ইসলামের প্রকৃত চেহারা। আমি যেমনটি বলেছি, এরফলে অমুসলিম বিশ্বে ইসলামের প্রতি ঘৃণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাহোক এখন প্রচার মাধ্যমও যেহেতু ব্যবসারই একটি মাধ্যম, এটি তাদের ব্যবসা, সংবাদকে মশলা লাগিয়ে আকর্ষণীয় রূপে প্রচার করা হলো তাদের কাজ; উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া। কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তি এবং নিরাপত্তার পতাকাতলে প্রতিবছর সমবেত হয়। জলসার রিপোর্টেও তাদের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত জলসার দ্বিতীয় দিন আমি তুলে ধরেছিলাম। এখন আমি এমন কিছু লোকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরব যারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকার চেহারা দেখেছেন আর তাদের হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছে। তাদের মাঝে অমুসলমানও রয়েছে আর মুসলমানও। অনেকেই এমন আছেন যারা ইসলামের আকর্ষণীয় চিত্র দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এই অঙ্গীকার করেছেন, আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান এবং সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার প্রকাশ এবং প্রচারের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আর সেই বাণী প্রচার করা অব্যাহত রাখবো যা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর বাণী, যা শান্তি এবং নিরাপত্তার বার্তা। আর অনেকেই একথাও বলেছেন, আজ বিশ্বের জন্য ইসলামের এই আকর্ষণীয় শিক্ষারই প্রয়োজন। আর প্রচার মাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা প্রচার করে আমাদের চিন্তাধারার প্রবাহকে থামিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নিরলস প্রচেষ্টা তাদের এই ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার অপনোদন করেছে।

বেনিনের এক খ্রিস্টান পাদ্রী এক জায়গায় প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করেছেন। বেনিন-এ চিরীংহো নামের ছোট্ট একটি জামাত রয়েছে। সেখানে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলছিল। এপষ্টলিক গীর্জার এক পাদ্রী বলেন, আজকের দিন আমার জীবনের এক আশ্চর্যজনক দিন। আজকে খ্রিস্টান ও মুসলমানরা একস্থানে সমবেত। পূর্বেও আমি মুসলমান অঞ্চলে কাজ করেছি কিন্তু এমন অনুষ্ঠান আমি পূর্বে কখনও দেখিনি যাতে খ্রিস্টান ও মুসলমানরা এক সাথে বসে আছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়া জামাতই আমাদেরকে একত্রিত করেছে। আমি আহমদীয়াতকে সালাম জানাই।

এরপর ন্যায়পরায়ণ রাজনীতিবিদদের ওপরও জামাতের কাজের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। জলসার দিনগুলোতে আপনাদের সামনে কেউ কেউ তা প্রকাশও করে থাকবে। এখন আল্লাহ্

তা'লার ফযলে পৃথিবীর সর্বত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত যে-ই ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরছে, যে কাজ করছে আর এর যে ব্যবহারিক চিত্র রয়েছে তাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়। জামাতের সেবামূলক কার্যক্রমকে মানুষ পছন্দ করে আর বলে, এটি কতইনা সুন্দর শিক্ষা। বেনিনের গনযোগো গ্রামে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী । তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমাদের জন্য নতুন কোন জামাত নয় আর তাদের মানবসেবা মূলক কার্যক্রম কারো অজানা নয়। আমরা সরকারের প্রতিনিধিরা দেশের সকল সংগঠন এবং দল সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করি আর তাদের উদ্দেশ্যাবলী ও কর্মকান্ডের ওপর গভীর পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি রাখা হলো আমাদের কাজ। আহমদীদের মানবসেবা-মূলক কার্যক্রম যা বেনিনে চলছে আর শান্তি ও ভালোবাসা প্রসারের যে চেষ্টা আহমদীয়া জামাত করছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বেনিনে তারা সর্বাগ্রে রয়েছে। ভালোবাসা এবং শান্তির প্রসারে আহমদীদের ভূমিকা রয়েছে, আমি আহমদীয়াতকে সালাম জানাই আর এই ভালোবাসাই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। তিনি আরো বলেন, এই জায়গার চীফ থেকে আরম্ভ করে সকল সরকারী বিভাগ আপনাদের সেবার জন্য প্রস্তুত কেননা আপনাদের স্লোগান **'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'** আর যে ইসলামী শিক্ষা আপনারা উপস্থাপন করেন সে কারণে আমরা আপনাদের সঙ্গ দিতে বাধ্য। প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা এক্ষেত্রে এত ব্যাপক যে, বড়দের কথা না হয় বাদই দিলাম শিশুদেরকেও বা শিশুদের মাঝেও তা ইসলাম ভীতির বীজ বপন করে। অনেক সময় স্কুলে এমন ঘটনাও ঘটে। অনেক সময় অমুসলমান ছেলে-মেয়েরা মুসলমান ছেলে-মেয়েদের সাথে এমন ব্যবহার করে যা থেকে বুঝা যায়, ঘৃণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পক্ষান্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে এর বিষক্রিয়াকে দূর করেন সে সংক্রান্ত একটি ছোট ঘটনা আমি উপস্থাপন করছি।

কাবাবীরে আমাদের জামাত রয়েছে আর মসজিদও আছে। সেখানকার মুবাল্লিগ লিখেন, কয়েকদিন পূর্বে আমাদের মসজিদের সামনে একজন ইহুদী শিক্ষক স্কুলের ছাত্রদের সামনে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরছিলেন। সেই শিক্ষক মনে হয় আরবীও জানতেন। আমাদের মসজিদের দরজায় লিখা আছে **'মান দাখালাহু কানা আমিনা'**। সেই শিক্ষক এই বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ করে ছাত্রদের বোঝাচ্ছিলেন, **'যে এতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে'**। তিনি বলেন, এই বাক্যগুলো বা শব্দগুলো সব মুসলমানই পাঠ করে। এটি কুরআন শরীফেরই আয়াত। তিনি ছাত্রদের বলেন, আপনাদের জানা উচিত, এই বাক্যের ব্যবহারিক প্রতিফলন কেবল আহমদী মসজিদেই দেখা যাবে।

এরপর দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে জামাতের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন! বুর্কিনাফাঁসো আফ্রিকার একটি দেশ এবং ফ্রেঞ্চ ভাষা-ভাষী অঞ্চল। সেখানকার একটি অঞ্চল কালাম বাগোতে মসজিদ নির্মিত হয়। উদ্বোধনের সময় এক বন্ধু বলেন, আহমদীয়া জামাতের

সাথে দশ বছর পূর্বে পরিচিত হই কিন্তু আহমদীয়া জামাতকে আমি মুসলমানদের একটি সাধারণ সংগঠন বলেই মনে করতাম। তাই আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করিনি আর এই এলাকায় আহমদীয়াতের কথা উল্লেখও করিনি কিন্তু আজকে আমার গ্রামে আহমদীয়া জামাতের মসজিদ দেখে বুঝতে পারলাম, যেই জামাতকে মুসলমানদের সাধারণ সংগঠন মনে করে উপেক্ষা করেছি সেই জামাতই ইসলামের সত্যিকার সেবা করছে। আজ আমার গ্রামেও এই জামাত মসজিদ নির্মাণ করেছে। আজকে আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, এই জামাত অবশ্যই সত্য জামাত আর আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন তাদের সাথে রয়েছে।

বেনিনের একটি জায়গার নাম হলো মোয়ো, যেখানে মুশরিক বা পৌত্তলিকরা বসবাস করে। আমাদের মুবাল্লিগ তবলীগের জন্য সেখানে যান এবং জামাতের পরিচিতি তুলে ধরার পর বলেন, কারো মাথায় যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তখন একজন বয়স্ক মানুষ বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার অনেক নেতিবাচক ধারণা ছিল। আপনাদের দেখে ভেবেছিলাম, এবার আমাদের ভেতরও বোকো হারাম প্রবেশ করেছে। 'বোকো হারাম' একটি উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী সংগঠন। নাইজেরিয়াতে তাদের দোর্দন্ড প্রতাপ রয়েছে। তিনি বলেন, আপনার বক্তৃতা শুনে ইসলাম সম্পর্কে আমার সকল আশংকা দূর হয়ে গেছে। এখন আমিই প্রথম ব্যক্তি যে মুশরিকদের মধ্য থেকে আহমদীয়াত তথা ইসলাম গ্রহণ করছে। এরপর এই গ্রামের চল্লিশজন ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর মুশরিকদের এই গ্রামে এভাবে একটি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের গোত্রগত কিছু ঐতিহ্য আছে। কেউ যখন ইন্তেকাল করে তখন পুরো আয়োজন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বা লক্ষ লক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ না করা পর্যন্ত তাকে দাফন করা হয় না। বিশাল আয়োজন করে দাফন করা হয়, অনেক বড় অনুষ্ঠান হয় আর এর জন্য লাশকে যদি এক মাসও মর্গে রাখতে হয় রাখে। কিন্তু আহমদী হওয়ার পর এই প্রবীণ ঘোষণা করেন, আমি মারা গেলে আমাকে মুশরিকদের রীতি অনুসারে দাফন করবে না বরং মুসলমানদের রীতি অনুসারে দাফন করবে আর এভাবে তিনি সামাজিক কু-প্রথাও পরিত্যাগ করেন। তার মাঝে তাৎক্ষণিক যে পরিবর্তন আসে তাহলো, তিনি সামাজিক কু-প্রথা ও কদাচার তৎক্ষণাৎ পরিহার করেন। একদিন তিনি আমাদের মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন, আহমদী হওয়ার পর আমার দেহে একটি নতুন আত্মা প্রবেশ করেছে। আমি যেখানেই থাকি না কেন, নিজের খামারে কাজে ব্যস্ত থাকলেও আমার আত্মা আমার ভেতরকার ব্যক্তিকে জাগ্রত করে আর বলে, এখন নামাযের সময়। নামাযের বিষয়ে এরূপ সচেতনতা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, এভাবে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাই আর আমার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এবং দেহ শান্তি পায়। অতএব আমাদের মাঝে যারা নামাযে উদাসীন তাদের এটি স্মরণ রাখা উচিত। নবাগতরা ইবাদতের প্রতিও যত্নবান এবং খুব মনোযোগ নিবদ্ধ করে তারা নামায পড়েন। তিনি বলেন, আমি নিজের মাঝে আমূল পরিবর্তন অনুভব করছি।

যেমনটি আমি বলেছি, আজ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই পৃথিবীর কর্ণগোচর হতে পারে। এর উল্লেখ প্রায় রিপোর্টেই থাকে। খোদা তা'লা কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছেন এবং কীভাবে মানুষের ওপর এর প্রভাব পড়ছে, এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা এখন আমি তুলে ধরছি: গিনি কোনাকোরির সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা এটি। সেখানকার একটি শহরের নাম হলো ফারানা যা রাজধানী থেকে প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমাদের আহমদীরা যখন তবলীগের জন্য সেখানে পৌঁছেন তখন উপস্থিত এক আহমদী বন্ধু আবু বকর সাহেব তবলীগি অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। মুরুব্বী সাহেব বলেন, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী তাদের কাছে পৌঁছাই আর তবলীগি আলোচনা অব্যাহত ছিল। এমন সময় অভিসন্ধি নিয়ে এক মৌলভী সেখানে আসে। সে কিছুক্ষণ নিরবে কথা শুনতে থাকে এরপর ক্রোধভরে বলে, এখানে তবলীগের অনুমতি নেই। পুলিশের সাহায্যে এখনই তোমাদের কার্যক্রম বন্ধ করাচ্ছি। তখন সেখানকার এক যুবক দাঁড়ায় আর দৃঢ় কণ্ঠে মৌলভীকে বলেন, আজকে প্রথমবার আমরা এ কথাগুলো শোনার সুযোগ পাচ্ছি, তুমি দীর্ঘদিন এখানে রয়েছ কিন্তু কখনও এ কথাগুলো বলনি। এ কথাগুলো আসলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্য যা আমাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। এটি হলো ইসলামী শিক্ষাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার রীতি যা আমাদের হৃদয় এবং আমাদের মন জয় করছে আর এর ফলে আমরা প্রশান্তি পাচ্ছি। তুমি তো আজ পর্যন্ত আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আসছিলে তাই এখান থেকে এখনই বেরিয়ে যাও। সেই মৌলভী লাঞ্ছনার সাথে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় আর এভাবে যে অধিবেশন সেখানে চলছিল এর মাধ্যমে ১৫জন জামাতভুক্ত হয়।

এরপর গিনি কোনাকোরিরই আরেকটি ঘটনা। রাজধানী থেকে প্রায় দু'শত কিলোমিটার দূরের একটি উপশহরে আমরা তবলীগের জন্য যাই, সেখানকার একজন বলেন, আপনাদের পূর্বেও এখানে তবলীগি জামাত এসেছিল কিন্তু তাদের আচার-ব্যবহার কেমন ছিল? তারা এসেছিল তবলীগের উদ্দেশ্যে, তারাও আল্লাহ্ ও রসূলের কথাই বলেছে কিন্তু এরপর তারা এই গ্রামে এমন কিছু বাজে কাজ করেছে যা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। তোমরাও কি তা-ই করতে এসেছ? তাই ভালো হবে আমাদের মার খেয়ে বের হওয়ার পূর্বেই এখান থেকে চলে যাও। আমাদের মুবাল্লিগ বলেন, আমাদের কিছু বলতে দাও। তখন সেখানকার এক প্রবীণও তাদেরকে বুঝান, এদেরকে কিছুটা ভিন্ন মনে হচ্ছে তাই চল এদের কথা শুনি। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য তাদের সামনে তুলে ধরি এবং তাঁর আগমন সম্পর্কে অবহিত করি আর এও বলি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই হবে শেষ যুগের লক্ষণাবলী আর তখন মসীহ্ মওউদ আবির্ভূত হবেন। মানুষের ওপর এর (আলোচনার) অসাধারণ ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এরপর তারা স্থানীয় মুয়াল্লিমকে সেখানে রেখে আসেন আর তাদের মাঝে তবলীগ অব্যাহত থাকে। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এক

সপ্তাহের মধ্যেই মসজিদ সহ শুধু সেই পুরো গ্রামই আহমদীয়াত গ্রহণ করেনি বরং পার্শ্ববর্তী আরো চার-পাঁচটি গ্রাম ইসলাম এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর সেখানে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, আমরা অনবরত এই সংবাদ পাচ্ছি যে, মানুষ গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান আলেম এবং নেতারাও আমি যেভাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, মৌলভীদের দেখে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় আর এরা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রাখে। আর এ কারণেই সর্বত্র অ-মুসলমানরাও ইসলামকে দুর্নাম করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত কীভাবে পরিশ্রম করে বিভ্রান্ত মুসলমান বা সেসব মুসলমান যাদের মাথায় ইসলাম সম্পর্কে নানা সন্দেহ বিরাজ করছিল তাদেরকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনে এ সংক্রান্ত দু'একটি দৃষ্টান্ত এখন আমি তুলে ধরছি।

আফ্রিকাতেই এক জায়গায় একটি বুকস্টল খোলা হয়, আসলে সেটি কুরআন প্রদর্শনী ছিল। দু'জন মুসলমান যুবক বেনিনের পোরতোনভো শহর থেকে সেখানে আসে। তাদেরকে যখন আহমদীয়াতের পরিচয় দেয়া হয় এবং বলা হয়, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসে গেছেন এবং তিনিই এ যুগের ইমাম, তারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্ন করে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তো খাতামান্নাবীঈন। তিনি (সা.)-এর পরও কি কেউ আসতে পারে? তখন তাদেরকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সংক্রান্ত বই পড়তে দেয়া হয় আর শেষ যুগ সংক্রান্ত রসূলে করীম (সা.)-এর হাদীস তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, যাতে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে আর ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হয়। সেই সাথে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কেও তাদের অবহিত করা হয় অর্থাৎ সেই সত্যিকার ইসলাম যা মহানবী (সা.)-এরই ইসলাম যা নিয়ে তিনি (সা.) এসেছিলেন, আজ মুসলমানরা যার চেহারা বিকৃত করে রেখেছে। এই ইসলাম কী? তাহলো প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং শান্তির শিক্ষা। তখন উভয় যুবক বলে, আমরা বিশ্বাসের দিক থেকে অবশ্যই মুসলমান কিন্তু মুসলমানদের বর্বরতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে আমরা এতটাই বিতশ্রদ্ধ যে, আমরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আজ আহমদীয়া জামাতের কথা শুনে আমরা আশ্বস্ত হলাম, ইসলাম এমন নয় যেমনটি এই মোল্লারা তুলে ধরে। মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, তারা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানান, আপনারা আমাদেরকে খ্রিস্টান হওয়া থেকে বা ইসলাম ত্যাগ করা থেকে রক্ষা করেছেন।

অমুসলমানদের হৃদয়েও সত্যিকার ইসলাম দেখে এই বাণী প্রচারের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তারাও আমাদের সঙ্গ দিয়ে থাকেন। জাপানের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, একজন জাপানী বৌদ্ধ আমাদের স্টলে আসেন এবং বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই স্বল্প। যখন তার কাছে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা হয় এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার নমুনা বা দৃষ্টান্তও

কুরআনের আয়াত থেকে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি শুধু আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাই জানান নি বরং বলেন, এই সুন্দর শিক্ষা জগদ্বাসীকে জানানোর মত আর ইসলাম সম্পর্কে যত ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত করা উচিত। তিনি বলেন, যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমিও একদিন আপনাদের সাথে যোগ দিয়ে এই শান্তির বাণী প্রচার করতে চাই। মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি একদিন আমাদের স্টলে আসেন আর সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকেন যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম শান্তির ধর্ম আর এভাবে মানুষের মাঝে ফোল্ডার বিতরণ করতে থাকেন।

অনুরূপভাবে ভারতের কর্নাটকের এক জায়গায় বুক স্টল খোলা হয়। বুক স্টলে অমুসলমান একজন বন্ধু আসেন এবং বলেন, আমরা এর পূর্বেও অনেক বুক স্টল দেখেছি কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী প্রচারক আর ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রচারকারী এমন মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। তিনি খুবই প্রভাবিত হন আর আমাদের বুক স্টল থেকে অনেক বই ক্রয় করে নিয়ে যান।

লুক্সেমবার্গের এক শহরে প্রদর্শনী চলাকালে জামাতের পক্ষ থেকে একটি বুক স্টল খোলা হয় আর সেই প্রদর্শনীতে শহরের মেয়রও আমাদের স্টলে আসেন এবং বিভিন্ন বই-পুস্তক দেখেন। এরপর লুক্সেমবার্গ জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তার সামনে তুলে ধরেন এবং উপহারস্বরূপ তাকে একটি বইও দেন। তখন মেয়র বলেন, আপনাদের জামাত খুবই ভালো কাজ করছে। আপনাদের উচিত ইসলামের এই সুন্দর চিত্র স্বল্পতম সময়ে পৃথিবীতে প্রচার করা বা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা।

এরপর জীবন সংগ্রামে পরাজিত এক নতুন মুসলমানের ঘটনা উপস্থাপন করছি। হল্যান্ড-এর আমীর সাহেব লিখেন, একজন ডাচ মুসলমানের নাম হলো বেলাল সাহেব। মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থায় তিনি সত্যিই নিরাশ। একবার তিনি নিজের সন্তানের জন্য উপহার ক্রয় করতে বাজারে যান। পথে একটি বুক স্টলে দাঁড়ান যা আহমদীয়া জামাতের বুক স্টল ছিল। সেখানে জামাতের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কুরআন শরীফ তিনি প্রথম বার দেখেন আর স্টলে উপস্থিত আহমদী খাদেমের সাথে কথা বলেন এবং জামাতের কিছু বই-পুস্তক সাথে করে ঘরে নিয়ে যান। কিছু দিন পর তার সাথে আবার যোগাযোগ হলে তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শিক্ষায় অভিভূত। আমি সানন্দে আমার সুন্নী মুসলমান বন্ধুদের কাছে জামাতে আহমদীয়ার কথা উল্লেখ করি এবং বলি যে, আমার কাছে আহমদীয়া জামাতের বই-পুস্তকও আছে। এতে তারা ক্ষেপে যায় এবং ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ করে। তিনি বলেন, আমার মরোক্কান স্ত্রীও রাগান্বিত হয় এবং ঘরে আহমদীয়াতের কথা উল্লেখ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাহোক তিনি বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নেই, গোপনে আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করব। আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় সেই যুবকের সাথে আমার স্বাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করেন যার সাথে বুক স্টলে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমাকে হল্যান্ডের

জলসা সালানায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। আমি দু'দিন জলসায় উপস্থিত ছিলাম। আর এই সময়ের ভেতর ইউটিউবে ডাচ ভাষায় কিছু ভিডিও দেখারও সুযোগ হয়। এ কারণে আমার অনেক লাভ হয় বরং আমার স্ত্রীও সেসব ভিডিও দেখে আহমদীয়াত সম্পর্কে মতামত পরিবর্তন করে আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমার সামনে আহমদীয়াতের সত্যতা স্পষ্ট করেন, আমার বয়আত করার সৌভাগ্য হয়। এখন আমি জামাতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি আর আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে অনেক উন্নত অনুভব করি। আর পূর্বে যে মানসিক অশান্তি ছিল তাও এখন দূরীভূত হচ্ছে।

এরপর অমুসলমানদের ওপর কুরআনী শিক্ষার কীভাবে প্রভাব পড়ে তাও দেখুন! কানাডা থেকে আমাদের একজন দাঈ ইলাল্লাহ্ বন্ধু লিখেছেন, আমরা একটি তবলীগি বুক স্টলের ব্যবস্থা করি যেখানে এক কানাডিয়ান ইংরেজ দম্পতি আসেন এবং কুরআন শরীফ দেখে বলেন, আমাকে বলুন, এই গ্রন্থের বিশেষত্ব কী? তিনি বলেন, তখন কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তার সামনে তুলে ধরি। এরপর সেই ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষ কুরআন ক্রয় করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন কট্টর খ্রিস্টান। তিনি কট্টর মনোবৃত্তি প্রদর্শন করেন যে, কুরআন ক্রয় করা যাবে না। যাহোক সেই ব্যক্তি বলেন, আমার স্ত্রীকে কুরআনের এমন কোন কথা বলুন যা শুনে সে কুরআন ক্রয় করতে সম্মত হবে। অর্থাৎ তিনি নিজে ক্রয় করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু ঘরে ঝগড়া হওয়ার আশংকায় তিনি অপেক্ষা করছিলেন। এই আহমদী বলেন, আমি বললাম, কুরআনে একটি সূরা রয়েছে যাতে হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর মা হযরত মরিয়মের কথা উল্লেখ আছে। এতে তাদের সম্পর্কে এমন তথ্য রয়েছে যা বাইবেলে খুঁজে পাবেন না। এরপর সেই আয়াতটি খুলে তার সামনে রেখে দেই। যেহেতু অনুবাদ ছিল তাই তার স্ত্রী পড়া আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পড়ার পর বলেন, সত্যিই এটি একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থ। আমরা তো প্রচার মাধ্যমে একথাই পড়েছিলাম বা পত্র-পত্রিকা আমাদেরকে একথাই বলেছে যে, কুরআন ঘৃণার শিক্ষায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এতে তো পরম ভালোবাসার সাথে ঈসা (আ.) এবং তাঁর মায়ের উল্লেখ রয়েছে। তিনি তখন কুরআন ক্রয় করেন। কয়েক সপ্তাহ পর পুনরায় আমাদের স্টলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, আমরা কুরআন পড়েছি। প্রচার মাধ্যমে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে যেসব ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে কুরআন পড়লে বা কুরআনকে ভাসা দৃষ্টিতেও যদি কেউ দেখে তাহলেও মানুষের সব ভুল ধারণা দূরীভূত হতে পারে। তিনি বলেন, আমি আমার বন্ধুদের কুরআন পড়তে বলি। আমার অনেক খ্রিস্টান বন্ধু রয়েছেন তাদেরকেও কুরআন পড়তে বলি।

বেনিনে আমাদের একটি বুক স্টলে এক সরকারী স্কুলের শিক্ষক আসেন। জামাতের প্রেম-প্রীতি এবং শান্তির শিক্ষা পড়ে তিনি বলেন, আমাদের স্কুলের ছাত্রদের জন্যও বই-পুস্তক দিন। আমি চাই তারাও যেন এগুলো পড়ে আর সমাজ যেন শান্তি এবং ভালোবাসায় ভরে যায়। শান্তি এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করার জন্য সমাজের এখন জামাতে আহমদীয়ার বই-পুস্তকের প্রয়োজন।

তিনি বই-পুস্তক নিয়ে যান এবং ছাত্রদরেকে দেন। পরে স্কুলের কিছু ছাত্রও আসে আর তারা বলে, তারা তাদের শিক্ষকের মাধ্যমে জামাতের বই-পুস্তক পেয়েছে।

নেক প্রকৃতির মুসলমানদের ওপরও জামাতে আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনা দেখে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে যা কিনা ইসলামী ব্যবস্থাপনা। আর এটিই তাদের জন্য সত্য গ্রহণের সুযোগ নিয়ে আসে। বুর্কিনাফাঁসোর মুরুব্বী সাহেব বলেন, একটি জায়গার নাম হলো সিলাবোবো। সেখানে তবলীগের জন্য গেলে মানুষ আন্তরিকভাবে আমাদের স্বাগত জানায়। এরপর পুরুষ ও মহিলারা তবলীগি আলোচনা শোনার জন্য সমবেত হয়। রাত দু'টো পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলতে থাকে। তিনি বলেন, অবশেষে আমি বললাম, আমাদের জামাত এক হাতে সমবেত আর আমাদের চাঁদারও একটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা বিশ্বরূপ নিয়েছে। জামাতের বাইতুল মাল রয়েছে যা যুগ খলীফার তত্ত্বাবধানে কাজ করছে। একই বাইতুল মালে চাঁদা জমা হয় আর সেখান থেকেই তা খরচ করা হয়। তিনি বলেন, সকালে নামাযের পর জাকারিয়া সাহেব নামের এক বন্ধু আসেন। তিনি বলেন, আমি কিছুদিন পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি চাঁদা দিচ্ছি আর একটি আওয়াজ আসছে যে, চাঁদা এমন ইসলামী দলকে দাও যাদের বাইতুল মাল রয়েছে। আমি দীর্ঘদিন ধরে সেই ইসলামী দল অনুসন্ধান করছিলাম কিন্তু রাতে মুরুব্বী সাহেব যখন জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলেন তখন সেই শব্দগুলোর অর্থ আমার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যা স্বপ্নে আমি শুনেছিলাম। তিনি তখনই দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ চাঁদা দেন। রশীদ বুকও সাথেই ছিল। আমাদের মুরুব্বী সাহেব লিখেন, তখনই রশীদ বুক বের করে রশীদ কেটে তার হাতে দেই। মানুষ যখন এই স্বপ্ন সম্পর্কে শোনে আর এটি দেখে যে, রীতিমত চাঁদার একটি রশীদ বই আছে যাতে পুরো রেকর্ড রাখা হয় তখন তারাও প্রভাবিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এরপর এই গ্রামে ২৮২জন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তারা সবাই এখন চাঁদার ব্যবস্থাপনার অংশ।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশের নাম হলো গুয়েতামালা, সেখানে ফ্লায়ার বা লিফলেট বিতরণের সময় ইউসুফ নামের এক যুবকের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি মিশন হউসে আসেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। স্বল্পকাল পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অ-আহমদী মসজিদে গিয়ে তিনি আত্মিক প্রশান্তি পান নি। সেখানে মানুষ পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখে। তিনি বলেন, একদিন দোয়া করে শোয়ার পর স্বপ্নে এক বুযূর্গকে দেখি যার চেহারা ছিল আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। ছাইয়ে ভরা একটি রাস্তায় সেই বুযূর্গ আমার সামনে হাটেন আর ইঙ্গিত করেন, আমার পিছনে আস। সেই বুযূর্গ হাটতেই ছাইযুক্ত পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। স্বপ্নে শুধু এই কথাই আমি বুঝতে পারি যে, এই শিক্ষা আগামীকাল পর্যন্ত স্মরণ রাখ। পরবর্তী দিন আমি আপনাদেরকে মানুষের মাঝে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করতে দেখি। আমিও তা পড়েছি আর মনে হলো, এটিই প্রকৃত ইসলাম। এরপর আমি রীতিমত বয়আতের উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইট থেকে সমস্ত তথ্য জেনে এখানে এসেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখানোর পর তিনি

বলেন, ইনিই সেই পুণ্যাত্মা যিনি তাকে স্বপ্নে পথ দেখাচ্ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বিষয়টি তার ঈমান বৃদ্ধি করে।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেন, একজন নতুন বয়আতকারী বন্ধুর নাম হলো, কামাল সাহেব। তিনি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে আমি প্রথাগত মুসলমান হিসেবেই ছিলাম। আলেমদের পক্ষ থেকে কুরআনের যে সমস্ত ব্যাখ্যা করা হয় তাতে আমার মনে শান্তি ছিল না। আমি দুই চরম পরিস্থিতির মাঝে জীবন যাপন করছিলাম। একদিকে সেটি যার ওপর আমার ঈমান ছিল অপরদিকে আমার মন-মস্তিষ্ক কিছু কথাকে প্রত্যাখ্যান করছিল আর দলীল ও যুক্তির সন্ধানে ছিল। আমি একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে জীবন যাপন কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে আমার অন্ধকার জীবনে এক প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় যা আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পানে নতুন পথ দেখায়। একদিন আমি আমার বোনের স্বামীর সাথে কোন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি জামাতে আহমদীয়ার কথা উল্লেখ করেন আর আমাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তফসীর পড়তে বলেন। সেই তফসীর পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে যাই, এত সহজ-সরল এবং সাবলীল তফসীর চৌদ্দশ বছরে অন্য কেউ কেন লেখেনি? এরপর আমার বোনের স্বামী আমাকে এমটিএ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ইন্টারনেটের ঠিকানা দেন। আমি এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক বই পড়েছি এবং বেশ কিছু অনুষ্ঠানও দেখেছি। আমি সেখানে মানুষকে নিষ্ঠাবান পেয়েছি এবং যুক্তি-প্রমাণ সমৃদ্ধ কথা বলতে দেখেছি, যারা এসব অনুষ্ঠান করতো। আমার এমন মনে হলো যেন আমার হাতে ধন-ভান্ডার এসে গেছে, আমার আত্মা স্বাধীনতা লাভ করেছে। এরপর আমার সকল কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায় এবং প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে আমি অবগত হই। এরপর তিনি বয়আত করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জামাতের মাধ্যমে যখন ইসলামের বাণী প্রচারিত হয় যা প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং শান্তির শিক্ষা, তখন নেক প্রকৃতির মানুষ তা গ্রহণ করেন। আমি এতক্ষণ ফ্রান্সের ঘটনা বর্ণনা করলাম, এখন দক্ষিণ আমেরিকার একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। দেখুন কীভাবে তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করে। গুয়েতামালার মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, লিফলেট বিতরণের ফলে ৯১ ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণকারীদের মাঝে একজন হলেন, পাদ্রী যিনি ৩৩ বছর পর্যন্ত একটি ক্যাথলিক চার্চ এবং ৫ বছর প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

একইভাবে আরেকজন পৌরসভায় জজ হিসেবে কাজ করেন তার নাম হলো, ডমিংগো সাহেব। জামেয়া আহমদীয়া কানাডা থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকে এক মাসের জন্য সেখানে পাঠানো হয়। তারা গুয়েতামালায় প্রায় লক্ষাধিক লিফলেট বা প্যাম্ফলেট বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছেন। এই বিচারক সাহেবও একটি ফোল্ডার পান এবং মিশন হাউসে আসেন। সেখানে মুবাল্লিগ ইনচার্জের সাথে দু-তিন ঘন্টা ইসলাম সম্পর্কে তার আলোচনা হয়। তিনি তথ্য

সংগ্রহ করেন এবং তার ওপর এর ভাল প্রভাব পড়ে। তিনি দু-তিন শত ফোল্ডার সাথে করে নিয়ে যান এবং বলেন, আমি নিজ অঞ্চলে এগুলো বিতরণ করবো। কিছুদিন পর তিনি নিজ এলাকা থেকে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আসেন এবং দশ দিন আমাদের মিশন হাউসে অবস্থান করেন। এই সময় ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মাঝে তুলনা, ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্যবাদের বিষয়টি আলোচনায় আসে। একই সাথে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত করে জামাতে আহমদীয়ার পরিচিতি তাদের কাছে তুলে ধরা হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ডমিংগো সাহেব এবং তার স্ত্রী বয়আত ফরম পূরণ করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর নিজ অঞ্চলে গিয়ে ইসলাম আহমদীয়াতের প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি জুলাই মাসে নিজ অঞ্চলে তবলীগি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। মুরুব্বী সাহেব বলেন, আমি সেখানে গিয়ে দেখি, স্কুলের হলে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশেপাশের গ্রামের লোকজনদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে বিশদভাবে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করা হয় এবং আহমদীয়াতের তবলীগ বা প্রচার করা হয়। গুয়েতামালার আহমদীরা তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনাবলি শোনান। প্রশ্নোত্তর অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠান সাত ঘন্টা স্থায়ী হয়। অধিবেশনের শেষ হওয়ার পূর্বে উপস্থিত সবাই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন যাদের সংখ্যা ছিল ৮৯। নর-নারী সবাই এতে অন্তর্ভুক্ত।

সুইজারল্যান্ডের একজন লিখেছেন, আপনাদের ফ্লায়ার বা লিফলেট আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনারা যে কাজ করছেন এটি পাতা ঝরার ঋতুকে বসন্তে পরিবর্তনের নামান্তর। কোন এক সময় বসন্ত অবশ্যই আসবে। এটি হলো অ-আহমদীদের দৃষ্টিভঙ্গি। আরেকজন সুইস অধিবাসী বলেন, আমার লেটার বক্সে যে লিফলেট দেয়া হয়েছে এর বিষয়বস্তু আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। দীর্ঘদিন থেকে আমার বাসনা ছিল, হায়! মুসলমানদের মাঝেও যদি এমন কেউ হতো যারা এভাবে শান্তির অভিযান পরিচালনা করবে। আপনারা আমার সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন।

সুইজারল্যান্ডের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, জুরিখের একটি গির্জার এক ব্যক্তির নাম হলো, জ্যাকব সাহেব। তিনি জামাতের সেবার ভূয়সী প্রশংসাকারী এবং জামাতকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। এই চার্চ জামাতের ব্রত 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-কে অবলম্বন করেছে আর ২০১৫ সালের ৩৩তম সপ্তাহ তারা এই উদ্দেশ্যে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তারা যে তথ্যবহুল লিফলেট ছেপেছে তাতে খুব সুন্দরভাবে জামাতে আহমদীয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন, জামাতে আহমদীয়ার দু'টি মৌলিক নীতি রয়েছে। একটি হলো, বাক্য 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আর দ্বিতীয়টি হলো, 'ধর্মে কোন বলপ্রয়োগের সুযোগ নেই'। তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়ার এ দু'টো নীতি অনুসরণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুইজারল্যান্ডে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক অপ-প্রচার রয়েছে কিন্তু সেখানেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এমন অনুকূল বাতাস বইছে, খোদা তা'লা স্বয়ং মানুষকে দাঁড় করাচ্ছেন।

ইসলামী শিক্ষার জন্য অমুসলমানরা কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে সম্পর্কে কঙ্গো কিনশাসা থেকে আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, আমাদের রেডিও অনুষ্ঠান শুনে অর্থোডক্স চার্চের এক পাদ্রী বলেন, আমি আপনাদের তবলীগের ধরন ও রীতি এবং ইসলামী শিক্ষায় সত্যিই অভিভূত। আমি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর সর্বপ্রথম আমি আমার ছেলেকে ইসলাম আহমদীয়াতভুক্ত করব। এরপর তার ছেলে স্থানীয় জামাতে বয়আত করে আহমদীয়াত তথা ইসলামভুক্ত হয়েছেন।

কঙ্গোর বান্দোনো থেকে একজন মুরুব্বী লিখেছেন, বান্দোনোর এফএম রেডিও-র ডাইরেক্টর রেডিওতে প্রচারিত আহমদীয়া জামাতের অনুষ্ঠানমালা সম্পর্কে বলেন, আমাদের রেডিওতে খ্রিস্টান পাদ্রীরাও তবলীগ করে কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার তবলীগের রীতি সম্পূর্ণ অভিনব। আপনাদের অনুষ্ঠানে করো ওপর কাঁদা ছোড়া হয় না। আপনারা ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করেন। মানুষকে সমাজের কল্যাণকর অংশে পরিণত করার শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

নাইজেরিয়ার এক মুসলমান শিক্ষক বলেন, আপনাদের পুরো জামাতে শান্তিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার সুন্দর বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে যা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের সাথে আপনাদের মিলিত করে। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের অনুকূলে আপনাদের খলীফার দোয়া গ্রহণ করুন বা কবুল করুন।

বেনিন থেকে আমাদের মুরুব্বী সাহেব লিখেন, একটি মসজিদের উদ্বোধনের সময় দোসুর একজন বাদশাহ্ও সেখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি সবাইকে বলব, তোমরা আহমদী হয়ে যাও কেননা এরাই সত্য মানুষ। স্থানীয় ওয়ো ভাষার এক কবি এই উপলক্ষে একটি কবিতাও শুনিয়েছেন যার অর্থ হলো, **'মানুষের রোপিত চারা যদি পানি না পায় তাহলে মরে যায় কিন্তু খোদার রোপিত চারা এর মুখাপেক্ষী নয়। আহমদীয়াত খোদার রোপিত চারা আর এই মসজিদের নির্মাণ এর সরব প্রমাণ। আর আমার ঘর এই মসজিদের কাছে তাই ইবাদতের জন্য আমি দূরের গির্জায় কেন যাব? মসজিদে কেন নয়?'**

অতএব এই চারা ইসলামের চারা, আল্লাহ্ তা'লার রোপিত চারা আর এ যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এতে পানি সিঞ্চনের জন্য তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণধারা থেকে অংশ পেয়ে বা এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা এতে পানি সিঞ্চনও করবেন। আধ্যাত্মিকভাবে যে পানির প্রয়োজন হয় তাও খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে সরবরাহ করেছেন আর ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আর এই চারা চিরকাল সবুজ সতেজ থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। পৃথিবী বাসীকে খোদার সন্তুষ্টির পথে পরিচালনার জন্য শান্তি এবং ভালোবাসার প্রসার সংক্রান্ত কিছু ঘটনা আমি আপনাদেরকে শুনিয়েছি সেই সহস্র সহস্র ঘটনার মধ্য থেকে যা ঈমানের দৃঢ়তার জন্য বিভিন্ন সময় আমাদের সামনে আসে। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের বক্ষ উন্মোচিত করেন, কীভাবে অমুসলমানদের মুখ থেকে আমাদের পক্ষে কথা বের করেন। তাদের কেউ আফ্রিকাবাসী,

কেউ আরববাসী, কেউ ইউরোপের আবার কেউ দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সম্পর্ক রাখে কিন্তু সবার ওপর এর সমান প্রভাব পড়ে কেননা, বিশ্বজনীন শিক্ষা একটিই আর তাহলো ইসলামী শিক্ষা। সব ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক সে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, পৃথিবীর শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি স্বার্থপর মুসলমান নেতা বা দুষ্কৃতকারী শ্রেণীর অপকর্মকে ইসলামী শিক্ষার অংশ মনে করে না। এটি সে-ই বলবে যার ভেতর ন্যায়-নীতির অভাব রয়েছে। বিরোধী শক্তি ইসলাম সম্পর্কে যত অপপ্রচারই করুক না কেন ইসলামই পৃথিবীকে খোদার নৈকট্যের পথ দেখাবে আর শান্তি এবং নিরাপত্তার বিধান এবং ব্যবস্থা করবে। আজ নয়তো কাল অবশ্যই পৃথিবীকে একথা স্বীকার করতে হবে, ইসলামই পৃথিবীর শান্তি এবং নিশ্চয়তা দিতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন এই সাফল্য বা সফলতার অংশ হতে পারি এবং খোদার ফযল বা কৃপারাজিকে বহুগুণ বর্ধিত আকারে দেখে নিজেদের কর্মকে ইসলামী শিক্ষা সম্মত করতে পারি। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।